সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২২৭
WEEKLY BOOKLET: 227

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ
এর বাণী সমূহের লিখিত পুষ্পধারা

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট **নাম** রাখার ব্যাপারে প্রশ্নাবলী

- উত্তম ও অনন্য নাম রাখার পদ্ধতি
- রাসূলে পাক ﷺ এর গোলামের শান
- আব্দুল জাব্বার ও আব্দুর রহমানকে জাব্বার ও রহমান বলা কেমন?
- কতিপয় বুযুর্গের উপাধি বাদশাহ্ ও শাহানশাহ্ কেন?

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আমীরে আহ্‌লে সুন্নাতের নিকট নাম রাখার ব্যাপারে প্রশ্নাবলী

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেই ব্যক্তি এটা বললো: “ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ”[১] তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেলো।

(মু'জাম কবীর, ৫/২৫, হাদীস ৪৪৮০)

প্রশ্ন: প্রত্যেকেই নিজের সন্তানের উত্তম ও অনন্য নাম রাখতে চায়, এর জন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়?

উত্তর: আগেকার যুগে মানুষ মসজিদের ইমাম সাহেব ও ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰه এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজের সন্তানের জন্য নাম জিজ্ঞাসা করতো, আর বর্তমানে মানুষ

[১] হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি রহমত বর্ষন করো এবং তাঁকে কিয়ামতের দিন তোমার দরবারে নৈকট্যতম স্থান দান করো।

www.dawateislami.net

ইন্টারনেটকেই (Internet) নিজেদের "পীর, নির্দেশক এবং বাবা" বানিয়ে নিয়েছে, এই জন্যই সবকিছুই "নেট বাবা" থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পূর্বের ঘটনা, আমার এতো পরিচিতি ছিলোনা, কিন্তু দাঁড়ি যখন থেকেই গজিয়েছে, রেখে দিয়েছিলাম, সেই যুগে সাধারণত যুবকরা দাঁড়ি রাখতো না, বড়রা রাখলে রাখতো। যাইহোক! খারাদারের একটি মসজিদ যার নাম ছিলো "বিসমিল্লাহ", এর নিকটে আমার সাথে একটি শিশুর সাক্ষাত হলো আর সে বললো: "মাওলানা সাহেব! আমাদের ঘরে বাচ্চার জন্ম হয়েছে, তার জন্য নাম বলে দিন।" আমি সেই মসজিদের ইমাম ছিলাম না, কিন্তু শিশুটি আমার মাওলানার মতো বেশভূশা দেখে আমার কাছ থেকে বাচ্চার জন্য নাম নিলো। আর এটাই ছিলো পূর্বেকার যুগের ধরন, বর্তমানে ইন্টারনেট মোবাইল ফোনেই রয়েছে, তা থেকে দেখে নাম রেখে দেয়া হচ্ছে আর ইন্টানেটে যেসকল নাম থাকে তার প্রায় অধিকাংশ নামেরই এই অর্থ লিখা হয়ে থাকে: জান্নাতি ফুল বা জান্নাতি মহল। "যদি ইন্টারনেটকে নির্দেশ দানকারী বানাও তবে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাবে, আশিকানে রাসূলকে নির্দেশ দানকারী বানাও! এতেই উপকারীতা নিহিত।" **দা'ওয়াতে ইসলামী**র

www.dawateislami.net

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “নাম রাখনে কি আহকাম” এর মধ্যে ছেলে ও মেয়েদের অসংখ্য নাম দেয়া হয়েছে, সেখান থেকে দেখে নাম রাখুন, বা চাইলে এর থেকে কয়েকটি নাম নির্বাচন করে নিন অতঃপর ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ এর সাথে পরামর্শ করে নিন যে, কয়েকটি নাম আমরা বের করেছি, এর মধ্যে কোন একটি নাম আপনি নির্ধারিত করে দিন। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ৯৬)

প্রশ্ন: যদি কেউ বলে: “গোলাম রাসূল” নাম রাখা জায়িয নেই, কেননা আমরা হলাম রাসূলের উম্মত, এরূপ বলা কি জায়িয?

উত্তর: “গোলাম রাসূল” নাম রাখা জায়িয। মালিক ও গোলামের যুগটি অনেক পুরোলো, আগেকার যুগে গোলাম বলা হলো এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগেও বলা হতো, তাঁর জাহেরী ওফাতের পরও বলা হতে থাকে তাছাড়া কুরআনে পাকেও গোলাম এর উল্লেখ রয়েছে, এছাড়াও আরো অসংখ্য স্থানে গোলাম ও বাঁদীর উল্লেখ পাওয়া যাবে। যাইহোক এটা কিভাবে সম্ভব যে, সাধারণ মানুষের গোলাম হতে পারবে কিন্তু **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গোলাম হতে পারবে না।

www.dawateislami.net

রাসূলে পাক ﷺ এর গোলামের শান (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা সাফিনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাহাবিয়ে রাসূল ছিলেন, একবার নিজের কাফেলা থেকে হারিয়ে গিয়ে জঙ্গলে একা রয়ে গেলেন এবং নিজের সাথীদের খুঁজতে লাগলেন, হঠাৎ তাঁর সামনে একটি বাঘ এসে গেলো, তিনি বাঘকে কি ভয় করবেন বাঘই নবীর এই গোলামকে দেখে কেঁপে উঠলো! হযরত সাফিনা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বাঘকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "يَا اَبَا الْحَارِث اَنَا مَوْلٰی رَسُوْلِ الله" অর্থাৎ হে আবুল হারিস! তুমি কি জানো আমি কে? আমি হলাম **রাসূলুল্লাহ**র গোলাম।" আবুল হারিস হলো বাঘের ডাকনাম, তাঁর এই কথা শুনে বাঘ লেজ নাঁড়তে নাঁড়তে যেতে লাগলো, এটা তার পক্ষ থেকে ইশারা ছিলো যে, আপনি আমার পেছনে পেছনে আসুন, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তার পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন তখন সে তাঁকে হারিয়ে যাওয়া সাথীদের সাথে মিলিয়ে দিলো। **(মুসান্নিফ আব্দুর রাযযাক, ১০/২৩৩, হাদীস ২০৭১১) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ৯৭)**

উন কে জু গোলাম হো গেয়ে খলক কে ইমাম হো গেয়ে

প্রশ্ন: কুনিয়ত তথা উপনামের উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: আসল নাম ব্যতীত ঐ নাম যার পূর্বে আবু, ইবনে, উম্মে বা বিনতে ইত্যাদি থাকে একে "কুনিয়ত" তথা উপনাম

www.dawateislami.net

বলা হয়। (আত তারিফাত লিল জুরজানি, ১৩৬ পৃষ্ঠা) যেমন; ইবনে হিশাম, উম্মে হানি, বিনতে হাওয়া। কুনিয়ত কখনো পিতার সাথে সম্পৃক্ত করে রাখা হয়, কখনো ছেলে বা মেয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে রাখা হয়ে থাকে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ৯৭)

প্রশ্ন: "কাশান" ও "বিসমিল্লাহ" নাম রাখা কেমন?

উত্তর: "কাশান" নাম রাখা সঠিক। এভাবে যদি মেয়ে শিশুর নাম "কাশান" রাখা হয়, এতেও কোন সমস্যা নাই, তবে নাম রাখাতে এই বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখা উচিৎ যে, ছেলেদের নাম আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর নামানুসারে এবং মেয়েদের নাম সাহাবীয়া ও মহিলা আউয়ালিয়াদের رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ নামানুসারে রাখা, যাতে তাঁদের বরকত নসীব হয়।

আর রইলো "বিসমিল্লাহ" নাম রাখা, অনেকে মেয়ে শিশুদের নাম "বিসমিল্লাহ" রাখে, যার অর্থ হলো "**আল্লাহ**র নামে শুরু" তবে আপাত দৃষ্টিতে এই নাম রাখাতেও কোন সমস্যা দেখা যাচ্ছো না। মসজিদের নামও তো "বিসমিল্লাহ" রাখা হয়, যেমন; করাচীর খারাদার এলাকায় "বিসমিল্লাহ" মসজিদ খুবই প্রসিদ্ধ। নামের ব্যাপারে নিয়ম হলো: যদি কোন নামের অর্থ বিশেষায়িত হয় তবে এই নাম রাখা নিষেধ,

www.dawateislami.net

যেমন; "সুবহান" এর অর্থ হলো "সকল প্রকার দোষ থেকে পবিত্র সত্তা", যেহেতু এই গুণ **আল্লাহ পাকের** জন্য বিশেষায়িত অতএব বান্দার নাম "সুবহান" রাখা নিষেধ, তবে "আব্দুস সুবহান" নাম রাখা যাবে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১/১৫৯)

প্রশ্ন: কোন ছোট মেয়ের নাম কি "শুকরিয়া" রাখা যাবে?

উত্তর: "শুকরিয়া" নাম রাখাতে সমস্যা তো নেই কিন্তু এই নামের কোন ফযীলতও নেই বরং হয়তো এই নাম রাখাতে মানুষ ঠাট্টা করবে এবং যখন এই কন্যা সন্তান বড় হবে তখন হয়তো এই নামের কারণে তাকে পেরেশানির সম্মুখিন হতে হবে। এরূপ নাম রাখার পরিবর্তে উত্তম হলো: পুত্র সন্তানের নাম আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং সাহাবা ও বুযুর্গানে দ্বীনদের رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن নামানুসারে আর কন্যা সন্তানদের নাম সাহাবীয়া ও মহিলা আউলিয়াদের رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ নামানুসারে রাখা। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১/১৪৭)**

প্রশ্ন: মানুষ নামকে বিকৃত করে থাকে, এর কারণ কি? এথেকে কিভাবে বাঁচা যায়?

উত্তর: নাম এত কঠিন রাখা হয় যে, তা মানুষের মুখ উচ্চারিতই হয়না, তখন মানুষ নামকে বিকৃত করে উল্টাপাল্টা

www.dawateislami.net

করে দেয়। অতএব নাম বিকৃত করা থেকে বাঁচানোর জন্য সহজ নাম রাখা উচিৎ, যা সহজেই মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়। যদি বরকতের জন্য কোন নাম রাখা হয় আর তা কঠিন হয় তবে এর পাশাপাশি সাধারণভাবে ডাকার জন্য কোন সহজ নামও রাখুন, যেমন; আব্দুর রাযযাক হলো খুবই সুন্দর একটি নাম, যদি বরকতের জন্য এই নাম রাখেন তবে লেখালেখির জন্য এই নাম ব্যবহার করুন কিন্তু পাশাপাশি আর কোন সহজ নামও রাখুন, যা সাধারণ লোকদের মুখে সহজেই উচ্চারিত হয়। নামা রাখার ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার ১৭৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"নাম রাখনে কে আহকাম"** অধ্যয়ন করুন। এটি খুবই সুন্দর একটি কিতাব, এতে অসংখ্য ইসলামী নামের পাশাপাশি নাম রাখার মসাআলাও লিখা রয়েছে। এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন বা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট (www.dawateislami.net) থেকে ডাউনলোড করুন। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/৭৬)

প্রশ্ন: কন্যা সন্তানের নাম কি সাহাবিয়া রাখা জায়িয?

উত্তর: বর্তমানে বিরল (Uncommon) নাম রাখার অনেক উৎসাহ দেখা যায়। এমনকি যদি এক ছেলের নাম ইদ্রিস হয়

www.dawateislami.net

আর দ্বিতীয় ছেলের নাম কেউ বললো যে, ইবলিশ রাখো তবে সম্ভবত অশিক্ষিত লোকেরা এই নামই রাখবে। বিরল (Uncommon) নাম রাখার আগ্রহে তারা বুঝেই না যে, ইবলিশ কাকে বলে? অথচ ইবলিশ শয়তানকে বলা হয় আর এই নাম কোন বিবেকবান ব্যক্তি রাখবেও না। অনুরূপভাবে আরো অনেক আশ্চর্য নাম মানুষ রাখে। যাইহোক সাহাবিয়া নাম রাখার পরিবর্তে কোন সাহাবিয়ার নামানুসারে নাম রাখুন, যেমন; আয়েশা হলো সাহাবিয়ার নাম, ফাতেমা হলো সাহাবিয়ার নাম আর তাদের এই সম্পর্কও অর্জিত হবে যে, তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহজাদি ছিলেন।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/১৭৮)

প্রশ্ন: মানুষের উপর কি নামের কোন প্রভাব পড়ে থাকে?

উত্তর: জি হ্যা! মানুষের উপর নামের প্রভাব পড়ে থাকে। (ফয়যে কদীর, ৩/৫২২, ৩৭৪৫নং হাদীসের পাদটিকা। আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/২২২)

প্রশ্ন: এটা তো বাস্তব যে, নামের প্রভাব রয়েছে, ভালো নামে বরকত অর্জিত হয় আর খারাপ নামের কুফল সামনে এসে যায় কিন্তু নাম হালকা বা ভারী হওয়ার বাস্তবতা কি?

উত্তর: মানুষের মধ্যে নামের হালকা ও ভারী হওয়ার প্রভাব পাওয়া যায়, এমনকি কেউ আমাকে বিশেষ মাদানী

www.dawateislami.net

মুযাকারায় এব্যাপারে প্রশ্নও করেছিলো এবং এটা বলেছিলো যে, তার কোন পরিচিতিজনের নাম কারবালাওয়ালাদের নামে ছিলো, তকে কোন বাবাজি তাকে বলেছিলো যে, কারবালা ওয়ালারা তো অনেক বড় মনিষী আর তুমি তাঁদের উপযুক্ত নও যে, তাঁদের নামানুসারে নাম রাখবে, অতএব এই নাম পরিবর্তন করে দাও, কেননা এটা নাম অনেক ভারী। আমি প্রশ্নকারীকে বুঝাতে গিয়ে বললাম: যদি কারবালা ওয়ালাদের নামের বরকত পাওয়া না যায় তবে কাদের নামের বরকত পাওয়া যাবে? নাম ভারী এই কারণে পরিবর্তন করে নিলো এই নাম পরিবর্তন করার আমার বোধগম্য হলো না। যদি এই নিয়্যতে নিজের সন্তানের নাম সাহাবায়ে কিরাম ও আউলিয়ায়ে এজামের رَحِمَهُمُ اللهُ নামানুসারে রাখা হয় যে, বরকত অর্জিত হবে, তবে اِنْ شَآءَاللهُ এর বরকত অর্জিত হবেই। মনে রাখবেন! খারাপ নাম খারাপ ফলাফল নিয়ে আসবে। খারাপ নাম রাখাতে ক্ষতি হয়ে থাকে এবং এর কারণে সন্তানের চরিত্র খারাপ হতে পারে কিন্তু বর্তমানে বিরল (Uncommon) নাম রাখার লোভে নিজের সন্তানের আশ্চর্য ধরনের নাম রাখা হচ্ছে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/২২৩)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: আপনি আপনার পুস্তিকা "যিয়ায়ে দরূদ ও সালাম" এর নাম "যিয়ায়ে দরূদ ও সালাম" কেন রেখেছেন?

উত্তর: যিয়া অর্থ হলো "আলো" আর "যিয়ায়ে দরূদ ও সালাম" এর অর্থ হলো "দরূদ ও সালামের আলো"। আমি সায়্যিদী কুতবে মদীনা মাওলানা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সম্পর্কের কারণে এই পুস্তিকার নাম "যিয়ায়ে দরূদ ও সালাম" রেখেছি যে, তাঁর নামের একটি অংশ যেনো পুস্তিকায় এসে যায়। এভাবে "যিয়ায়ে দরূদ ও সালাম" রাখাতে দু'টি উপকারীতা অর্জিত হলো, একটি হলো যে, **আল্লাহ পাকে**র নেক বান্দা ও অলী **আল্লাহ**র সাথে সম্পর্ক অর্জিত হলো আর দ্বিতীয়টি হলো: এর অর্থ "দরূদ ও সালামের আলো"ও একেবারে সঠিক।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/৪৯৯)

প্রশ্ন: কারো ঘরে শিশুর জন্ম হলো আর সে ক্বারী সাহেবকে বললো: এমন নাম বলুন, যা এই মহল্লায় বা শহরে কেউ রাখেনি, উত্তরে তিনি বললেন: ফেরাউন বা নমরুদ রেখে নিন! এরূপ বলা কেমন?

উত্তর: তিনি তা আঘাত দেয়া বা বিদ্রুপ করে বা ঠাট্টা করে বলেছিলো হয়তো যে, ফেরাউন বা নমরুদ নামই রয়েছে যা

www.dawateislami.net

কেউ রাখেনি। এভাবে উত্তর দেয়াতে হয়তো যে, শ্রোতার মনে কষ্ট পেলো, এমতাবস্থায় ক্ষমা চাইতে হবে। এরূপ উত্তর দেয়া উচিৎ নয়, কেননা যদি গম্ভীরতার সহিত এই উত্তর দিতো তবে ভরষা নেই যে, কেউ গিয়ে এই নাম রেখেও দিতো। যাইহোক! বিরল (Uncommon) নাম রাখার পরিবর্তে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان বা অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الۡمُبِيۡن নামানুসারে নাম রাখা উচিৎ, অনুরূপভাবে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম, যেমন; মুহাম্মদ, আহমদ বা অন্য গুণবাচক নাম সমূহের মধ্যে কোন একটি রাখা উচিত, কেননা এই নামসমূহ বরকতময় হয়ে থাকে। যদি বিরল (Uncommon) নাম রাখাতেই হয় তবে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان নামের মধ্যেও তো এমন অনেক নাম রয়েছে যা প্রসিদ্ধ নয়, যেমন; যুলকিফিল ও ইউশা। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ২৩তম পারা, ৪৮নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৪৭। তাফসীরে খাযিন, ৬ষ্ঠ পারা, মায়িদা, ২৬ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৪৮৩) এগুলো আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ السَّلَام নাম, কিন্তু প্রসিদ্ধ নয়। এরূপ নাম কিতাব থেকে বের করে রাখা যেতে পারে। মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"নাম রাখনে কে আহকাম"** এও অসংখ্য নাম বিদ্যমান, সেখান থেকে খুঁজে কোন নাম রেখে নিন।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ৬০)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: প্রায় মানুষ নিজের সন্তারদের নাম আব্দুল জাব্বার, আব্দুর রহমান রাখে আর তাদের প্রায় রহমান ও জাব্বার বলে ডাকে, এরূপ নাম রেখে এভাবে ডাকা কেমন?

উত্তর: যার নাম আব্দ সহকারে রাখা হয়েছে তাকে আব্দ সহকারেই ডাকা উচিৎ, **আল্লাহ পাকের** কিছু নাম এমন রয়েছে, যা আব্দ ব্যতীত রাখবে না। মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"নাম রাখনে কে আহকাম"** এর **১৫** পৃষ্ঠায় রয়েছে: আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান খুবই ভালো নাম, কিন্তু এই যুগে এটি প্রায় দেখা যায় যে, আব্দুর রহমানকে অনেক লোক শুধু রহমান বলে ডাকে আর **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কাউকে রহমান বলা হারাম। অনুরূপভাবে আব্দুল খালেক কে খালেক[১] আর আব্দুল মাবুদকে শুধু মাবুদ ডাকা হয়, এই ধরনের নামে এরূপ পরিবর্তন করা কোনভাবেই ঠিক নয়। এরূপ অসংখ্য নামকে বিকৃতি করা হয়, যার ফলে অবজ্ঞা পরিলক্ষিত হয় আর এরূপ নামে বিকৃতি কোনভাবেই করবে না, অতএব যদি এরূপ ধারনা হয় যে, নাম বিকৃত করা হবে তবে সেই নাম

---

১. আমাদের সমাজে এই আপদ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে যে, আব্দুর রহমানকে রহমান, আব্দুল খালেককে খালেক এবং আব্দুল কাদিরকে কাদির ইত্যাদি বলে ডাকা হয়, এটা হারাম, তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। **(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ৯ম পারা, আ'রাফ, ১৮০নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৩৮১)**

www.dawateislami.net

রাখবেন না, অন্য নাম রাখুন। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৬, ১৫তম অংশ। নাম রাখনে কে আহকাম, ১৫-১৬ পৃষ্ঠা) বিকৃত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ছোট করা, যেমন; রুপাইয়্যাকে রুপাল্লি বলা হয়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ৬১)

প্রশ্ন: "ফাতিহা ঈমান" নাম রাখা কেমন?

উত্তর: ফাতিহা শব্দটি সম্ভবত সূরা ফাতিহা থেকে নেয়া হয়েছে এবং এর সাথে "ঈমান" শব্দটি যোগ করা হয়েছে, এটা আশ্চর্যজনক ও অনুপযুক্ত নাম। মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"নাম রাখনে কে আহকাম"** সংগ্রহ করুন এবং তা থেকে কোন সুন্দর নাম বের করে নিন। এই কিতাবটি প্রত্যেক ঘরে থাকা উচিৎ, যাতে যখনই কারো জন্ম হয় তবে এই কিতাব থেকে নাম বের করে নেয়া যায়। (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পাশে বসা মুফতী সাহেব বলেন:) "ফাতিহা ঈমান" এর অর্থ দাঁড়ায় ঈমানের ফাতিহা। যাইহোক এই নামের যাই অর্থ নেয়া হোক না কেন তা ঈমানের সাথে ভালো লাগবে না। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ৭৫)

প্রশ্ন: হায়াতুল্লাহ নাম রাখা কেমন? (স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রশ্ন)

উত্তর: জায়িয। (এর অর্থ হলো: **আল্লাহ পাকের** মাধ্যমে জীবন লাভকারী।) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ৬২)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: শিশুর নাম কি "মুহাম্মদ হাতিম" রাখা যাবে?

উত্তর: (এই প্রসঙ্গে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পাশে বসা মুফতী সাহেব বলেন:) হাতিম এর অর্থ "মুহাম্মদ" শব্দের সাথে উপযুক্ত মনে হচ্ছে না, এই জন্যই যে, বছরের শুরুতে যেই শুকনো ঘাস হয় তাকে ও ধ্বংসস্তুপকেও হাতিম বলা হয় আর "হাতামা" শব্দটি সাধারণত ভাঙ্গা অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এই প্রসঙ্গে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) মুহাম্মদ শব্দ ব্যতীত "হাতিম" নাম রাখাতে সমস্যা নাই। একজন সাহাবীর নামও হাতিম রয়েছে এবং কাবা শরীফের পাশের একটি অংশকেও হাতিম বলা হয় বরং "হাতিম" হলো কাবারই একটি অংশ যে, নির্মাণের সময় ব্যায় সল্পতার কারণে এই অংশ ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। (বুখারী, ১/৫৩৩, হাদীস ১৫৮৪) আর এভাবে এটি দু'টির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো, অতএব সম্পর্ক থেকে বরকত অর্জনের জন্য হাতিম নাম রাখতে পারবে কিন্তু এর সাথে মুহাম্মদ শব্দটি যুক্ত করা উচিত নয়। যদি কেউ "মুহাম্মদ হাতিম" নাম রাখে তবে আমরা একে নাজায়িয এবং নাম প্রদানকারীকে গুনাহগার বলবো না, তবে মুহাম্মদ শব্দটি ঐসকল নামের সাথে লাগান, যা এর উপযুক্ত হয়,

www.dawateislami.net

যেমন; হাসান ইত্যাদি। "হাসান" এর বিকৃত শব্দের সাথেও "মুহাম্মদঃ শব্দটি লাগানো সমুচিন নয় কিন্তু আমাদের এখানে লাগানোর রীতি রয়েছে, এমনকি ওলামারাও লাগিয়ে থাকেন। যাইহোক যদি কেউ হাসানের বিকৃত শব্দের সাথেও "মুহাম্মদ" শব্দ লাগায় তবে সে গুনাহগার হবেনা কিন্তু আমার এই উত্তর ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ এবং ছরকারে মুফতীয়ে আযম হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণীর আলোকে।

(জাহানে মুফতীয়ে আযম, ৪৫২ পৃষ্ঠা। আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ৮৭)

প্রশ্ন: মুহাম্মদ নামে কি বরকত রয়েছে?

উত্তর: سُبْحٰنَ الله! মুহাম্মদ নামের বরকতের কথা কি আর বলবো! **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমার সম্মান ও মহত্বে শপথ! যার নাম আপনার নামানুসারে হবে (অর্থাৎ মুহাম্মদ বা আহমদ হবে) তবে আমি তাকে আযাব দিবো না। (মাওয়াহেব লাদুনিয়া, ২/৩০১) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার নাম আহমদ বা মুহাম্মদ হবে, সে দোযখে যাবে না।

(মুসনাদে ফেরদাউস, ২/৫০৩, হাদীস ৮৫১৫। আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ৮৩)

জু চাহতে হো কেহ সরদ আতিশে দোযখ
দিলো পর নকশ মুহাম্মদ কা নাম কর লেনা

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: কন্যা সন্তানের নাম "আজওয়া" রাখা কেমন?

উত্তর: "আজওয়া" মদীনায়ে পাকের বরং দুনিয়ার সবচেয়ে উন্নতমানের খেজুর, এর সাথে সম্পর্ক রেখে নাম রাখাতে কোন সমস্যা নেই। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ১০২)

প্রশ্ন: মুহাররামুল হারামে জন্মগ্রহণ করা শিশুর মুহাররামুল হারামের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন ভালো নাম বলুন।

উত্তর: আমি আজ পর্যন্ত কাউকে খারাপ নাম বলিইনি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার এই অভ্যাস যে, ভালো থেকে ভালো নাম বলে থাকি, কেননা যখন আমি কারো খারাপই চাইনা তখন তাকে খারাপ নাম কেন দিবো? অধিকাংশ এমনি যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি ছেলের নাম মুহাম্মদ রাখি বা কখনো আহমদ রাখি, কেননা এই দু'টি নামের অসংখ্য ফযীলত রয়েছে আর যে সম্মান এবং বরকতের জন্য এই নাম রাখে তবে নাম রাখা ব্যক্তির মাগফিরাতের সুসংবাদ রয়েছে। (কানযুল উম্মাল, ১৬তম অংশ, ৮/১৭৫, হাদীস ৪৫২১৫) আর ডাকার জন্যও আমি ভালো নামই দিয়ে থাকি। হোক তা মুহাররামুল হারাম বা কোরবানির ঈদ বা রমযানুল মোবারক হোক, আমার পক্ষ থেকে ভালো নামই দেয়া হয় এবং এই হিসেবে মুহাররামুল হারামের কোন বিশেষত্ব নেই যে, আমি মুহাররামুল হারামে তো ভালো নাম

www.dawateislami.net

দিই আর অবশিষ্ট মাসে খারাপ। শিশুদের নাম ভালোই রাখা উচিৎ, কেননা ভালো নাম শুভ ফাল ও ভালো নিদর্শন এবং যার ভালো নাম রাখা হবে তার সাথে اِنْ شَآءَ الله কল্যাণই হবে কিন্তু আজকাল মানুষ مَعَاذَ الله সিনেমার নায়ক নায়িকা, ক্রিকেটার এবং অভিনেতাদের নামে শিশুর নাম রাখা পছন্দ করে থাকে। অনুরূপভাবে মানুষ বিরল (Uncommon) নাম রাখারও পূর্ণ চেষ্টা করে থাকে আর যেকোনভাবেই বিরল (Uncommon) নাম পেয়ে গেলে তা রেখে দেয়, অথচ এমন হওয়া উচিৎ নয়, শিশুদের নাম আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ নামানুসারে রাখা উচিৎ। বর্তমানে লোকেরা ইয়াসিন ও ত্বহা রাম রাখে, এরূপ নাম রাখারও অনুমতি নেই, কেননা এগুলো হলো হুরুফে মুকাত্তায়াত, যার অর্থ **আল্লাহ পাকই** জানেন এবং **তাঁর** জানানো অনুসারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জানেন। আমরা এর অর্থ জানিনা, তাই এরূপ নাম রাখা যাবে না, তবে হ্যাঁ গোলাম ইয়াসিন ও গোলাম ত্বহা নাম রাখা যাবে।

আর রইলো যে, আমি যেনো মুহাররামুল হারামের সাথে সম্পর্ক রেখে কোন ভালো নাম বলি তবে এর জন্য নাম চাওয়া ব্যক্তির সাংগঠনিক যিম্মাদার হওয়া ও মাদানী ফিস

www.dawateislami.net

দেয়া জরুরী। যদি আমি কোন শর্ত ব্যতীত নাম দিই তবে এত লোক আমার নিকট নাম চাইবে যে, সামলানো কঠিন হয়ে যাবে। পূর্বে আমার নিকট নাম নেয়ার জন্য বড় বড় তালিকা আসতো এবং এভাবে মানুষ আমাকে খেতে দিতো না পান করতে দিতো, অতঃপর আমি নাম দেয়ার জন্য শর্তারোপ করলাম যে, যদি সাংগঠনিক যিম্মাদারী থাকে তবে নাম চাইতে পারবে অন্যথায় নয় আর এই শর্ত দিয়েছি যে, আমার থেকে নাম নেয়ার জন্য কমপক্ষে যেলী নিগরান হওয়া জরুরী। এখনও নাম নেয়ার জন্য আমাকে বলা হয় যে, নাম দিয়ে দিন, কেননা নাম চাওয়া ব্যক্তি অনেক দ্বীনি কাজ করে, যদিও তার ঘরের সমস্ত লোক বেনামাযি আর মূলত সে অনৈতিকতার সমষ্টি হয় কিন্তু নাম নেয়ার জন্য তাকে ফযীলতের সমষ্টি বানিয়ে দেয়া হয়।

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনা **"নাম রাখনে কে আহকাম"** কিতাব ছাপিয়েছে, এই কিতাবে অসংখ্য নাম দেয়া হয়েছে, অতএব এর থেকে নাম নির্বাচন করে রাখা যাবে। তাছাড়া এই কিতাবে নামের পাশাপাশি জরুরী মাসআলা এবং যেসকল নাম রাখা নিষেধ তা চিহ্নিতও করা হয়েছে। এই কিতাবটি প্রত্যেক ঘরে থাকা জরুরী, কেননা

www.dawateislami.net

সাধারণত সবাই ঘরেই শিশুর জন্ম হয়ে থাকে। এই কিতাবে নামের পাশাপাশি এর অর্থও লিখে দেয়া হয়েছে, নিজের নামের অর্থও দেখে নিতে পারবেন। এটা শুধু উপকারী নয় বরং খুবই উপকারী একটি কিতাব, অতএব এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিজের ঘরে অবশ্যই রাখুন। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ১২৭)

প্রশ্ন: শিশুর নাম "ওয়ান্নাস" রাখা কেমন?

উত্তর: "ওয়ান্নাস" নাম রাখা জায়িয, কেননা এর অর্থ খারাপ নয়। "ওয়ান্নাস" এর অর্থ হলো "আর মানুষ", যদি কেউ দুষ্টামি করে খান্নাস বলা শুরু করে দেয় তবে এর অর্থ জানা থাকা অবস্থায় ঝগড়া হয়ে যাবে অন্যথায় মনে করবে যে, খান্নাস নামও ভালো আর এভাবে কারো থেকে শুনে কেউ খান্নাস নাম রেখে দেয়াও আশ্চর্যের নয়। "ওয়ান্নাস" যদিও কুরআনে পাকের শব্দ কিন্তু যেই শব্দ কুরআনে পাকে এসেছে, তাই এই নামই রাখতে হবে তা জরুরী নয়, কেননা কুরআনে পাকে তো ইবলিশ, ফেরাউন এবং শয়তান শব্দও এসেছে। কন্যা সন্তানের নাম পবিত্র বিবিগণ, সাহাবিয়া, মহিলা আউলিয়া এবং যেসকল বুযুর্গ মহিলা ছিলো তাঁদের নামানুসারে রাখা উত্তম। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ১২৭)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: শাহানশাহ ও বাদশাহ নাম রাখা কেমন?

উত্তর: স্বয়ং নিজের নাম অহঙ্কার ও গর্বের নিয়্যতে শাহানশাহ বা বাদশাহ রাখা নিষেধ। (মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৩০) যদি অহঙ্কারের নিয়্যত নাই যেমনটি মানুষ অর্থের প্রতি খেয়াল করেনা আর এরূপ নাম রেখে নিলো তবে সেই নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। তবে বিরত থাকা তখনও ভালো, কেননা এতে স্ব-প্রশংসা পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে আত্ম-প্রশংসার নাম এত বেশি যে, প্রায় প্রতিটি নাম আত্ম-প্রশংসা মূলক অর্থ সম্বলিত হয়ে থাকে, যেমন; অনেকে শাহজাদ বা শাহজাদা নাম রাখে, যার অর্থ হলো: বাদশাহের ছেলে, এখন পিতা যদিও ঋণে ডুবে আছে কিন্তু ছেলের নাম শাহজাদা। অনেকের নাম আবিদ হয়ে থাকে, যার অর্থ হলো: ইবাদত গুজার, এখন যদিও সে জুমার নামাযও পড়েনা কিন্তু নাম আবিদ। যাহিদ নাম রাখে, যার অর্থ হলো: দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত, আর সে হয় পূর্ণ দুনিয়াদার কিন্তু বলা হয় যাহিদ।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ১২৯)

প্রশ্ন: শাহানশাহ ও বাদশাহ এবং এরূপ বড়ত্বপূর্ণ অন্যান্য উপাধীসমূহ বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ সাথে কেন লাগানো হয়?

www.dawateislami.net

উত্তর: যদি লোকেরা কাউকে শাহানশাহ বা বাদশাহ বলে তবে এতে কোন সমস্যা নেই, যেমনটি কিছু কিছু বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কে এরূপ উপাধী মানুষের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, যেমন; শাহানশাহে সুখন মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। ইমামে আলি মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ঐ শাহজাদা যে কারবালায় অসুস্থতার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি আর কারবালার ঘটনার পর অনেকদিন প্রকাশ্য হায়াত সহকারে জীবিত ছিলেন। তাঁর উপাধী হলো "সাজ্জাদ অর্থাৎ অনেক বেশি সিজদাকারী" এবং "যায়নুল আবেদীন অর্থাৎ ইবাদতগুজারদের অলঙ্কার" ছিলো। যেহেতু তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ অনেক বেশি নফল নামায পড়তেন তাই লোকেরা এই উপাধী তাঁকে দিয়েছিলো, অথচ তাঁর আসল নাম হলো "আলী আওসাত"। পুরোনো কিতাব সমূহেও "আলী বিন হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا " হিসেবে নাম পাওয়া যায়। যাইহোক তাঁকে সাজ্জাদ ও যয়নুল আবেদীন বলা একেবারেই বিশুদ্ধ। সাধারণ মানুষের যখন এই নাম রাখা হয় তখন এতে আত্ম-প্রশংসা পাওয়া যায়। পাঁচ ওয়াক্ত নামায তো পড়ে না আর বলাচ্ছে: "সাজ্জাদ অর্থাৎ অনেক বেশি সিজদাকারী", জুমার নামায পর্যন্ত পড়ে না এর নাম হলো: "যায়নুল

www.dawateislami.net

আবেদীন অর্থাৎ ইবাদতগুজারদের অলঙ্কার।” “গোলাম যায়নুল আবেদীন” নাম রাখলো তো চলবে কিন্তু যায়নুল আবেদীন নাম রাখাতে আত্ম-প্রশংসা পাওয়া যাচ্ছে। অধিক উত্তম হলো যে, বরকত লাভের জন্য বুযুর্গদের নামানুসারে নাম রাখা। যদি কেউ নিজেকে সাজ্জাদ, শাহাজাদ এবং শাহজাদা ইত্যাদি বলায় তবে তার সাথে বিতর্ক করবে না। অনেকে নিজের ছেলের পরিচিতি শাহজাদা বা সাহেবজাদা বলে করিয়ে থাকে, গুনাহ এতেও নেই কিন্তু আত্ম-প্রশংসা থেকে বাঁচার জন্য উত্তম হলো: না বলা। আমি তো আমার ছেলেদেরকে গরীবজাদা বলে থাকি অর্থাৎ গরীবের ছেলে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ১২৯)

প্রশ্ন: “মুহাম্মদ আযান”, “মুহাম্মদ সুবাহান” এবং “মুহাম্মদ সবর” নাম রাখা কেমন?

উত্তর: আযানের সাথে “মুহাম্মদ” শব্দের কোন সম্পর্ক নেই, এই নাম রাখা যদিও নাজায়িয ও গুনাহ নয়, কিন্তু এটা একটি ইবাদতের নাম, অতএব এই নাম রাখা উচিৎ নয়, যদি কেউ রাখে তবে এর সাথে “মুহাম্মদ” শব্দ সংযুক্ত করবেন না। অনুরূপভাবে “মুহাম্মদ সুবহান” নাম রাখবেন না, বরং “আব্দুস সুবহান” রাখুন। তাছাড়া “মুহাম্মদ সবর” এর

www.dawateislami.net

পরিবর্তে "মুহাম্মদ সাবির" নাম রাখা উচিৎ, কেননা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেয়ে বড় ধৈর্যশীল আর কে হতে পারে? আর সবর হলো একটি গুণ।

(এই প্রসঙ্গে মুফতী সাহেব বলেন:) সবর সাবিরের অর্থেও বলা যেতে পারে, যার উদ্দেশ্য হলো "অনেক বেশি ধৈর্য ধারনকারী"। আরবী নিয়ম হলো: কথার কথায় গুণাবলীর উৎস আনা হয়, তবে এরূপ নাম আমাদের এখানে প্রসিদ্ধ নয়, অতএব এরূপ না রাখা উচিৎ নয়।

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) আসলে মাসআলা হলো যে, মানুষ বিরল (Uncommon) নাম রাখা পছন্দ করে থাকে। আমি "আযান" নাম রাখতে নিষেধ করেছি তখন মানুষ নিজেদের ধ্যানে "তাকবীর" বা "ইকামত" নাম রেখে দিবে! অথচ বিরল (Uncommon) নাম রাখার এত আগ্রহ যে, একটি খবরের কাগজের সংবাদ অনুযায়ী কেউ তার ছেলের নাম "করোনা" রেখেছে! যাইহোক! বর্তমানে ঐ নামই পছন্দ করা হয়, যাতে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়, এর অর্থ জিজ্ঞাসা করে। মনে রাখবেন! সেই বিরল (Uncommon) নাম রাখাতে কোন সমস্যা নাই, যার অর্থ নৈতিকতা ও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেতে খারাপ নয়।

www.dawateislami.net

উত্তম হলো, যেই নাম হাদীসে মোবারাকায় এসেছে বা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক নামানুসারে, যেমন; মুহাম্মদ বা আহমদ রাখুন। মাকতাবাতুল মদীনার **"নাম রাখনে কে আহকাম"** কিতাবে নামের দীর্ঘ তালিকা রয়েছে, এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন বা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট থেকে ডাউনলোড করুন এবং তা থেকে শিশুদের নাম নির্বাচন করুন। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ১৫৬)

প্রশ্ন: রামলা নাম কি রাখতে পারবে?

উত্তর: রামলা নাম রাখতে পারবে, কেননা কয়েকজন সাহাবিয়াতের رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ নাম রামলা রয়েছে কিন্তু বরকত তখনই পাওয়া যাবে, যখন এই নিয়্যতে রাখবে যে, এতে সাহাবিয়াত رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ এর সাথে সম্পর্ক রয়েছে। যাইহোক নিজের সন্তানের নাম আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن নামানুসারে রাখুন এবং কন্যা সন্তানের নাম নেককার রমণী, মহিলা আউলিয়া এবং নেককার বিবিদের নামানুসারে রাখুন, কেননা এতেই বরকত নিহিত। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ৯১)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: আমি আমার মাদানী মুন্নার (পুত্র সন্তানের) আসল নাম মুহাম্মদ রেখেছি এবং ডাকার জন্য ওয়াসিফ রযা, এখন কি ওয়াসিফ রযার পূর্বে মুহাম্মদ লাগাতে পারবে?

উত্তর: যদি বরকতের নিয়্যতে "মুহাম্মদ" নাম রাখেন তবে তা অনেক ফযীলতপূর্ণ কাজ। ওয়াসিফ রযার অর্থ হলো: রযার প্রশংসাকারী। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মুহাম্মদ, রযার প্রশংসা করছে, তাই সতর্কতা এতেই যে, ওয়াসিফ রযা আলাদা ভাবে ডাকা। মুহাম্মদ ওয়াসিফ রযা বলা সমুচিন নয় আর যদি বলে তবুও সমস্যা বা গুনাহগারও নয়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ৩০)

প্রশ্ন: জানে আমল নাম কি রাখা যাবে?

উত্তর: **আল্লাহ পাক** ব্যতীত যা কিছু আছে তাকে 'আলম' বলা হয় এবং এসবের প্রাণ অর্থাৎ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জানে আলম বলা হয়। (এপ্রসঙ্গে মাদানী মুযাকারায় উপস্থিত মুফতী সাহেব বলেন:) সাধারণত জানে আলম, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্যই বলা হয়ে থাকে এবং জানে আলম নাম রাখা মুসলমানদের মধ্যে তেমন প্রচলিত নয়, তাছাড়া এই নামে নিজের বড়ত্ব বর্ণনা করাও পাওয়া যাচ্ছে, অতএব এরূপ নাম না রাখা উচিৎ।

(বাহারে শরীয়াত, ৩/৬০৪, ১৬তম অংশ। আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/২৪২)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: আমি মেয়ের নাম উম্মুল ক্বোরা রেখেছি, এই নাম রাখা কি সঠিক?

উত্তর: মেয়ের নাম "উম্মুল ক্বোরা" রাখাতে সমস্যা নাই।। মক্কায়ে মুকাররমার একটি নাম হলো "উম্মুল ক্বোরা"।

(বুখারী, ৩/২৯৬, হাদীস ৪৭৭২) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২/৪৫৭)

প্রশ্ন: আমার ঘরে মেয়ের জন্ম হলো, আমি কি তার নাম "মাশআল" রাখতে পারবো? এর অর্থও জানিয়ে দিন।

(SMS এর মাধ্যমে প্রশ্ন)

উত্তর: মাশআল আগুনের হয়ে থাকে আর এটি ভালো জিনিস, খারাপ জিনিস নয়। যেমন; "মাশআলে রাহ" বলা হয়, অর্থাৎ পথ প্রদর্শনকারী আলো। "মাশআল" নাম রাখা শরয়ীভাবে জায়িয, কিন্তু মেয়েদের এই নাম না রাখা উচিৎ, সাহাবিয়া ও নেককার রমণীদের যে নাম রয়েছে, এরূপ নাম বরকতময় হয়ে থাকে। মাশআল থেকে আগুনও তো লাগতে পারে, বিপদ রয়েছে। তাই সেই নাম রাখুন যাতে বিপদ নেই। শান্তিপূর্ণ (Peacefull) নাম রাখুন, সকল সাহাবিয়াতের নাম শান্তিপূর্ণ (Peacefull)। বরকত অর্জনের নিয়্যতে রাখলে اِنْ شَآءَ الله বরকতও অর্জিত হবে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ৯০)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: আব্দুল হারির নাম রাখা যাবে? (ইসলামী বোনের প্রশ্ন)

উত্তর: হারির অর্থ হলো: রেশম, তো আব্দুল হারির এর অর্থ হলো রেশমের বান্দা, ব্যস এটা বিরল (Uncommon) নামের চক্করে রেখে দিয়েছে হয়তো। যদি আব্দুল হারির এর স্থলে অন্য কোন নাম রাখতে চাই তবে আব্দুল কাদির রাখতে পারেন কিন্তু এতে সমস্যা হলো যে, মানুষ আব্দ সরিয়ে শুধু কাদির বলতে শুরু করে দিবে আর **আল্লাহ পাক** ব্যতীত কাউকে হারির বলা নাজায়িয ও গুনাহ, কেননা এটা **আল্লাহ পাকের** গুণ। (ফতোওয়ায়ে মুস্তাফাভিয়া, ৮৯-৯০ পৃষ্ঠা) নসির নাম রাখতে পারবে, কেননা বান্দাকে নসির বলাতে কোন সমস্যা নাই। অনুরূপভাবে জরীর নামও রাখা যাবে, কেননা এটি একজন সাহাবীর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নাম। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ৯৯)

প্রশ্ন: আমি আমার মেয়ের নাম "নাসওয়াঁ" রেখেছি, এই নাম কি ঠিক নাকি নয়?

উত্তর: এর কোন ফযীলত নেই, কিন্তু এই নাম রাখলে গুনাহগারও হবে না। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ৫৯)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: আমরা কি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপনাম "আবুল কাসিম" আমার সন্তানের নাম হিসেবে রাখতে পারবো?

উত্তর: জি হ্যাঁ! "আবুল কাসিম" নাম রাখা জায়িয।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬/৫৬০) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, পর্ব ২১৭)

****

www.dawateislami.net

ভালবাসা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থাপত্র

হযরত ওসমান বিন তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বর্ণনা করেন; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তিনটি কাজ তোমার ভাইয়ের অন্তরে তোমার প্রতি সত্যিকারের ভালবাসার মাধ্যম হবে:

(১) যখনি তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন সালাম দাও।

(২) বৈঠকের মধ্যে তার জন্য জায়গা প্রসারিত করো। আর

(৩) তাকে তার পছন্দনীয় নামে ডাকো।

(জমউল জাওয়ামে', ৪/১৪১, হাদীস: ১০৮১৪)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জলপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net